সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

24-November-2016

আ’লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর ইলমী খিদমত

(Bangla)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমী খিদমত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَانَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَانُوۡرَ اللّٰہ
نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় বাণী হচ্ছে: "নিশ্চয় তোমাদের নাম, পরিচয় সহ আমার নিকট পেশ করা হয়, সুতরাং আমার প্রতি উত্তম (অর্থাৎ সুন্দর শব্দ দ্বারা) দরূদে পাক পাঠ করো।"

(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, বাবুস সালাতু আলান নবী, ২/১৪০, হাদীস নং- ৩১১৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে, সাওয়াবও তত বেশী পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নীচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُوا الله! , صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে **আল্লাহ তাআলা** যে সকল গুনাবলী দান করেছেন, তার সবগুলো এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, সুতরাং আজকে আমরা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক খুবই প্রিয় গুণ অর্থাৎ তাঁর "ইলমী খিদমত" সম্পর্কে শ্রবণ করবো যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিভাবে নিজের পুরো জীবন ইলমে দ্বীনের খিদমত করে কাটিয়েছেন। আসুন! সর্ব প্রথম বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবন করি: যেমনিভাবে-

আ'লা হযরতের পরিচিতি

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সৌভাগ্যমন্ডিত জন্ম বেরেলী শরীফে ১০ শাওয়ালুল মুকার্‌রম ১২৭২ হিজরী শনিবার যোহরের সময় অনুযায়ী ১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিলো। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৫৮, সংক্ষেপিত) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বংশ পাঠান, মসলক হানাফী এবং কাদেরী তরিকতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর পিতা মহোদয়ের নাম মাওলানা নকী আলী খাঁন (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এবং দাদার নাম মাওলানা রযা আলী খাঁন (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)। (ফাযেলে বেরলভী ওলামায়ে হিজায কি নযর মে, পৃষ্ঠা ৬৭, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

তাঁর জন্মগত নাম "মুহাম্মদ", সম্মানিতা আম্মাজান "আম্মান মিয়া" বলে ডাকতেন, পিতা মহোদয় এবং অন্যান্য আত্মিয়রা "আহমদ মিয়া" এবং দাদাজান "আহমদ রযা" নাম রাখেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম "আল মুখতার" এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ নিজের নামের পূর্বে "আব্দুল মুস্তফা" লিখতেন। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, পৃষ্ঠা ২১, সংক্ষেপিত) যেটার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ নিজের প্রসিদ্ধ নাতের গ্রন্থ "হাদায়িকে বখশীশ"এ লিখেন:

খওফ না রাখ রযা যরা তু তো হে আব্দে মুস্তফা,
তেরে লিয়ে আমান হে তেরে লিয়ে আমান হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দ্বীনের খিদমতের অসাধারণ প্রেরণা

হযরত আল্লামা মাওলানা বদরুদ্দীন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কুরআনে মজীদ এর সঠিক ও সহজ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে অনুবাদ করার জন্য আবেদন করেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ওয়াদাও করে নিলেন, কিন্তু দ্বীনি বিষয়াদীতে অনেক ব্যস্ত থাকার কারণে অনুবাদ করতে দেরী হচ্ছিলো, অবশেষে তিনি رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বললেন: অনুবাদ করার জন্য আমার আলাদা কোন সময় নেই, একারণেই আপনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ রাতে শোয়ার সময় অথবা দিনে কায়লুলার (অর্থাৎ দুপুরে সামান্য আরাম করা) সময় এসে যাবেন। সুতরাং সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে যেতেন এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ মৌখিক ভাবে আয়াতে করীমার অনুবাদ বলে যেতেন এবং সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তা লিখতে থাকতেন। অতঃপর যখন সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এবং অন্যান্য উপস্থিত ওলামায়ে কিরামগণ আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর অনুবাদ, তাফসীরের কিতাবসমূহের সাথে তুলনা (নিরূপন) করতেন তখন এটা দেখে আশ্চার্য হয়ে যেতেন যে,

তাঁর এই সময়পোযোগী অনুবাদ তাফসীরের গ্রহনযোগ্য কিতাবগুলোর সাথে একেবারে মিলে যেতো। (ফয়যানে আ'লা হযরত, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

আহমদ রযা কা তাজা গুলিস্তাঁ হে আজ ভি, খুরশিদে ইলম উন কা দরখশাঁ হে আজ ভি।
কিস তারাহ ইতনে ইলম কে দরিয়া বাহা দিয়ে, ওলামায়ে হক কি আকল তো হয়রাঁ হে আজ ভি।
ভর দি দিলোঁ মে উলফত ও আযমত রাসূল কি, জু মাখযানে হালাওয়াতে ঈমাঁ তে আজ ভি।

(মানাকিবে রযা, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর মুবারক সত্তায় দ্বীনের খিদমতের জযবা এরূপ পরিপূর্ণভাবে ভরে ছিলো যে, এতো ব্যস্ততার পরও উম্মতের সহজতা এবং মঙ্গলকামনার উৎসাহের আলোকে ইলমের প্রচার ও প্রসারের জন্য অত্যন্ত উত্তম ও কুরআনুল করীমের অনুবাদ "কানযুল ঈমান" এর পান্ডুলিপি বানিয়ে দিলেন, যা ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی একেবারে শরীয়াত অনুযায়ী পেয়েছেন। আসুন! এবার আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর এই কুরআনের অনুবাদ "কানযুল ঈমান" এর কয়েকটি বিশেষত্ব শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

কোরআনের অনুবাদ 'কানযুল ঈমান' এর বিশেষত্ব

❀ আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই (পাক-ভারত) উপমহাদেশের ঐ মহান অনুবাদক ছিলেন, যিনি কুরআনের এমন এক অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে কুরআনের আত্মার (মূল কুরআনের) সঠিক ঝলক বিদ্যমান, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো যে, শাব্দিক অনুবাদের পাশাপাশি প্রবাদও রয়েছে এবং এটা তাঁর অনুবাদের অনেক বড় বিশ্লেষত্ম। ❀ তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ অনুবাদ করার সময় এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন যে, অনুবাদ আভিধানিক হোক এবং শব্দের বিভিন্ন অর্থ থেকে এমন অর্থ নির্বাচন করা যা পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। ❀ এই অনুবাদ দ্বারা কুরআনের বস্তুনিষ্টতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সেই লুকায়িত রহস্য প্রকাশ হয় যা অন্য সাধারণ ভাবে অন্য অনুবাদে স্পষ্ট হয় না।

❀ আ'লা হযরত رَحۡمَۃُاللّٰہِتَعَالٰیعَلَیۡہِ এর অনুবাদের এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এটাও যে, তিনি رَحۡمَۃُاللّٰہِتَعَالٰیعَلَیۡہِ প্রত্যেকটি মুবারক স্থানে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام আদব ও সম্মান এবং শিষ্টাচার ও সংযমশীলতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। (ফয়যানে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ৪৭৬) ❀ কানযুল ঈমানের অনুবাদ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভান্ডার এবং ঈমানের সত্যিকার সম্পদ। ❀ কানযুল ঈমানের অনুবাদ হাদীসে মোবারাকা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের উক্তি এবং সলফে সালেহীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى গ্রহনযোগ্য তাফসীরের সারমর্মও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ❀ কানযুল ঈমানের অনুবাদ দুনিয়ার শ্রেষ্টতম কুরআনের অনুবাদ, যা কোন লাইব্রেরীতে বসে বা অন্য কোন অনুবাদ দেখে বা তাফসীর ও হাদীস বা কোন অভিধান পাঠ করে করা হয়নি বরং মৌখিক ভাবে লিখানো হয়েছে। (মাহানামা মারিফে রযা, ৮৭ পৃষ্ঠা, করাচী সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর ২০০৮ ইং)

খেদমতে কুরআনে পাক কি ওহ লাজাওয়াব কি, রাজী রযা সে সাহেবে কুরআন হে আজ ভি।
আহমদ রযা কা তাজা গুলিস্তাঁ হে আজ ভি, খূরশিদে ইলম উন কা দরখশাঁ হে আজ ভি।

(মানাকিবে রযা, ৬৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে কুরআনে করীম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার সহিত জীবন অতিবাহিত কারী দুনিয়ার সকল মুসলমানের জন্য হিদায়তের পথে সত্যিকার প্রদিপ স্বরূপ। যার মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝার জন্য এর সহজ অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কুরআনে করীমের প্রচলিত সকল উর্দু অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অনুবাদ হলো "কানযুল ঈমান"। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে নিজের ব্যস্ত সময় থেকে সামান্য সময় বের করে কুরআনের তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে নিয়া।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ অনুবাদ ও তাফসীরের পাশাপাশি প্রতিদিন কুরআনের তিলাওয়াত করার জন্য ইসলামী ভাইদের মাদানী ইনআম নম্বর ২১ এর মধ্যে বলেন: "আপনি কি আজ কানযুল ঈমান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীর সহ) তিলাওয়াত করা বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?"

যদি আমরা মাদানী ইনআমাতের উপর প্রতিদিন আমল করি তবে কুরআনে করীমের বরকতে আমাদের ঘরে মঙ্গল ও বরকত অবতীর্ণ হতে থাকবে, অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পড়ার কারণে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, কুরআনে করীমকে বুঝতে সহজ হবে, অভিজ্ঞতার ভান্ডার অর্জিত হবে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত আজিমুশ্মান তাফসীর "সীরাতুল জীনান"ও পাঠ করুন, এই তাফসীরেও খুবই উত্তমভাবে জ্ঞানের ভান্ডার উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ফতোওয়া প্রদান শুরু এবং "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"র পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের শ্রম এবং চেষ্টা দ্বারা দ্বীন ইসলামের এমন অসাধারণ ইলমী খিদমত করে গেছেন যে, আজও তাঁর নামের সাড়া পড়ে আছে। তাঁর এই কৃতিত্ব সমূহের মধ্যে অসাধারণ ইলমী কৃতিত্ব হচ্ছে ফতোওয়া প্রদান। যেমনিভাবে-

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে সকল প্রচলিত জ্ঞানের তাঁর পিতা মহোদয় রাইসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর থেকে পরিপূর্ণ করে শিক্ষা সনদ গ্রহন করেন। সেই দিনই একটি প্রশ্নে উত্তরে প্রথম ফতোওয়া লিপিবদ্ধ করেন। ফতোওয়া সঠিক পেয়ে তাঁর পিতা ইফতার মসনদ তাঁকে সর্মপন করেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত ফতোওয়া লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এমনিতে তো তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত লাখো ফতোওয়া লিখেন, কিন্তু আফসোস! সবগুলো সংকলন করা সম্ভব হয়নি, যা সংকলন করা হয়েছে তা "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"য় বিদ্যমান। প্রতিটি ফতোওয়ায় দলীলের সমারোহ রয়েছে। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৩০ খন্ড রয়েছে। এটা সম্ভবত উর্দূ ভাষায় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফতোওয়ার সংকলন, যাতে প্রায় বাইশ হাজার (২২০০০) পৃষ্ঠা, ছয় হাজার আট শত সাতচল্লিশটি (৬৮৪৭) প্রশ্ন উত্তর এবং ২০৬টি রিসালা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যাতে হাজারো মাসআলা প্রসঙ্গত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৫৫টিরও বেশী আলাদা জ্ঞানের অধিকারী আলিম ছিলেন যে, কয়েক ডজন বুদ্ধিদীপ্ত ও কুরআন হাদীস সম্মত জ্ঞান সমৃদ্ধ রচনা বিদ্যমান।

www.dawateislami.net

প্রতিটি রচনায় তাঁর জ্ঞানের মান-মর্যাদা, ফিকহী অভিজ্ঞতা এবং গবেষনা লব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষকরে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া তো ফিকহী সমুদ্রের ডুবুরীদের জন্য অক্সিজেন স্বরূপ কাজ দেয়। (আ'লা হযরত কি ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ, ২-৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর ফতোওয়ার সংখ্যা দ্বারা তাঁর ফতোওয়া দেয়ার উপযুক্ততার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা সহজেই অনুমান করা যায়, একারণেই তো শুধু সাধারণেরা নয়, বড় বড় ওলামায়ে কিরাম এবং মুফতীয়ানে এজামগণও গবেষণা লব্ধ উত্তর এবং জটিল মাসআলা সমাধানের জন্য আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত ফতোওয়ার প্রতি নির্ভর করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং ফুকহায়ে কিরামদের বিস্তারিত বিবরণ সমৃদ্ধ সকল প্রকার মাসআলার এমন সুন্দর পুস্পধারা যে, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মন ও মননকে নিজের সুবাসিত সুগন্ধ বিলিয়ে যাবে, তাছাড়া আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর নুরানী মাযারে তাঁর উচ্চ মর্যাদায় আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

মসলকে হক কি যামানত হে তেরা নাম রযা, শানে তাহকিক আদা কর গিয়া খামা তেরা।
ফাযিল এ্যয়সা কেহ দিয়া রব নে তুঝে ফযলে কবীর, আলিম এ্যয়সা কেহ আ'লম হুয়া শেয়দা তেরা।
হার ওরক তেরা শরীয়াত কি দলীলে রওশন, এক কানুনে মুকাম্মল হে ফতোওয়া তেরা।
তেরী তাহরীর পে আঙ্গুশত বাদনদাঁ থা আরব, তেরী তকরীর থি কেহ কাদেরী তেয়গা তেরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার বিশেষত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার আমরা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফিকহী মর্যাদাকে বুঝার জন্য ফিকহী মাসআলায় সজ্জিত অসাধারন ফতোওয়ার সমষ্টি "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" এর বিশেষত্ব হতে কয়েকটি বিশেষত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করবো।

❀ ফতোওয়ায়ে রযবীয়াতে ইলমে হাদীস ও ইলম ফিকহার কিতাব সমূহের ভরপুর জ্ঞান বিদ্যমান। ❀ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় বিরল ও দূর্লভ তথ্যসূত্র সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

❀ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিত্য নতুন মাসআলার সমাধান করা হয়েছে। ❀ গণিত শাস্ত্র এবং জ্যোতিবিদ্যার পাশাপাশি উত্তরাধিকারের জ্ঞান সমৃদ্ধ বিরল ও দূর্লভ গবেষনাও বিদ্যমান রয়েছে। ❀ অন্যান্য মাযহাবের বিধান ও বিস্তারিত জ্ঞানও অর্ন্তভূক্ত। ❀ প্রতিটি মাসআলায় কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ❀ বিদআত ও বিরুদ্ধবাদীদের ঈমানোদ্দীপক ভঙ্গিতে খন্ডন করা হয়েছে। ❀ এছাড়াও সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো যে, বড় বড় মুফতীয়ানে কিরামদের ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে বিভিন্ন সময় ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার প্রয়োজন হয়, অনেক মুফতীয়ানে কিরাম ফতোওয়া দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার সাহায্য নিয়ে থাকেন এবং اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ভবিষ্যতেও নিতে থাকবেন।

(আয়েনায়ে রযবীয়্যত, ২য় অংশ, ২২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই সমস্ত ওলামায়ে কিরামদের মধ্যে একজন, যারা দ্বীনে হককে প্রসারের জন্য প্রবল আগ্রহ সহকারে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এই জ্ঞানের ফয়যানকে পরিপূর্ণ সততার সাথে অসংখ্য ছাত্রের অন্তরে স্থানান্তরিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর প্রকাশ্য কারামত, এজন্যই যে, তাঁর রাত দিনের কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর অধিকাংশ সময়ই লেখনী ও সংকলনের কাজেই অতিবাহিত হয়ে যেতো, যেমনটি হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ জাফরুদ্দীন বাহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অধিকাংশ সময় তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লেখনী ও সংকলনের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৯৮) সাধারনত ওলামায়ে কিরামগণ শিক্ষা সমাপণের পর লেখনী ও সংকলনের কাজে কদম রাখেন এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিক্ষারত অবস্থা হতে কিতাব লেখনির ধারাবাহিকতা শুরু করেন। (হায়াতে আ'লা হযরত, ৩/১৪৩-১৪৪) যার একটি প্রজ্জলিত উদাহরণ হলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাত্র ৮ বছর বয়সে দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিম কোর্সের নিসাবে অন্তর্ভূক্ত ইলমে নাহুর প্রসিদ্ধ কিতাব "হিদায়াতুননাহু" শুধু পড়ে নেননি বরং এই অল্প বয়সেই এই কিতাবের আরবী ভাষায় ব্যাখ্যাও (শরাহও) লিখে ফেলেন। (ফয়যানে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ৮৬, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

আগলো নে ভি লিখা হে বহুত ইলমে দ্বীন পর, জু কুছ হে ইস সদী মে ওহ তানহা রযা কা হে।
আহমদ রযা কা তাজা গুলিস্তাঁ হে আজ ভি, খূরশিদে ইলম উন কা দরখশাঁ হে আজ ভি।
(মানাকিবে রযা, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর রচনার (লিখনীর) সংখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর রচনা ও সংকলনের এই বিভাগে তিনি নিজেই নিজের উদাহরণ, তিনি رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ একজন মহান গবেষক ও রচয়িতা ছিলেন, তাঁর গবেষণার ধরন আজকের গবেষণার ধরনের চাইতেও উত্তম ছিলো। তিনি رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ তাঁর জ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ ও রিসালা এবং কিতাবকে বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ধৃত দলীলাদী দ্বারা এমনভাবে সাজাতেন যে, এর পাঠকারী সংকীর্ণতা অনুভব করতো না বরং পরিতৃপ্ত হয়ে যেতো। আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর রচনা, ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও পাদটিকার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। রচনা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর অনেক প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, বাণী সমগ্র ইত্যাদিও রয়েছে, যার সংখ্যার সঠিক কোন পরিসংখ্যান হয়নি। (ফয়যানে আ'লা হযরত, ৫৬৫-৫৬৬ পৃষ্ঠা)

ইলম কা চশমা হুয়া হে মোজযান তাহরীর মে, জব কলম তু নে উঠায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা।
তুনে বাতিল কো মিঠা কর দ্বীন কো বখশ জিলা, সুন্নাতোঁ কো ফির জিলায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা।
এ্যয় ইমামে আহলে সুন্নাত নায়িবে শাহে উম্মাম, কিজিয়ে হাম পর ভি ছায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ মেহনত করে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করেছেন অতঃপর পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ অনুসরনে তার ফয়যান দ্বারা লোকদের উপকৃত করেছেন এবং দ্বীনে মতিনের সেই আজিমুশ্মান খিদমত করেছেন যে, আরব ও অনারবে আজও তাঁর জ্ঞানের এই শান ও শওকত আর দ্বীনি খিদমতের ঢংকা বেজে চলছে, নিঃসন্দেহে এসব **আল্লাহ তাআলার** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ, **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বিশেষ ফয়যানের বরকত এবং জ্ঞান প্রসারের জন্য নিজের সব কিছুই কোরবান করার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

www.dawateislami.net

কেননা, যখন আমরা তাঁর ব্যস্ততার দিকে দেখি তবে আমাদের জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এতো কম সময়ে সমস্ত কাজ তাও সুন্দরভাবে কিভাবে সম্পন্ন করে নিতেন। আসুন! এবার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতিদিনের কাজের একটি ঝলক লক্ষ্য করি। যেমনিভাবে-

তাঁর সার্বক্ষনিক অভ্যাস ছিলো যে, লেখনী ও সংকলন, অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন ওযীফার দিকে খেয়াল করে ঘরেই অবস্থান করতেন, শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যেতেন, শীতের সময়ে আসর থেকে মাগরীব মসজিদেই অবস্থান করতেন, সকল উপস্থিতিরাও ইতিকাফের নিয়্যতে মসজিদ শরীফেই উপস্থিত থাকতেন এবং সেখানেই শেখানো ও নসীহতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকতো, মাগরীবের নামায আদায় করেই নিজের ঘরে ফিরে যেতেন, এটা তাঁর প্রতিদিনের রুটিন ছিলো। (ফয়যানে আ'লা হযরত, ১০৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

জো ইলম কা খাজানা কিতাবোঁ মে হে তেরী, নামোসে মুস্তফা কা ওহ নিগরাঁ হে আজ ভি।
আহমদ রযা কা তাজা গুলিস্তাঁ হে আজ ভি, খূরশিদে ইলম উন কা দরখশাঁ হে আজ ভি।
(মানাকিবে রযা, ৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত এবং পাঠদানের পদমর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লেখনী ছাড়া তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করার পর শিক্ষকতায়ও সংযুক্ত হয়ে ইলমী খিদমত করেছেন। অন্য শহরে অবস্থিত মারকাযের শিক্ষার্থীরাও তাঁর প্রশংসা এবং জ্ঞানের অভিজ্ঞতার চর্চা এবং গুনাবলীর কথা শুনে তাঁর খিদমতে জ্ঞানার্জন এবং তাঁর ফয়য ও বরকত অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন, এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ধীরে ধীরে শিক্ষকতার ক্ষেত্রতেও প্রসিদ্ধ হতে লাগলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, যে সৌভাগ্যবান মুসলমান দ্বীনে মতিনের উন্নতির জন্য একনিষ্টতার সাথে ইলমে দ্বীনের খিদমতের উৎসাহে একে প্রসারিত করে জ্ঞানের আলোকে প্রজ্জলিত করে,

www.dawateislami.net

নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার উদ্দেশ্যে নেকির দাওয়াতের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করে, তবে **আল্লাহ তাআলা** তাকে সেই মর্যাদা দান করেন যে, লোকেরা তাঁর ইলমী খিদমতকে স্বীকার করে এবং তাঁর মহত্বের গুন গাইতে দেখা যায়। যাহোক সময় অতিবাহিত হওয়ার পাশাপাশি তাঁর ইলমী খিদমত এবং শিক্ষাকতার ধরনের ফয়যান অন্যান্য শহরেও প্রসার হতে থাকে।

হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ জাফরুদ্দীন বাহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত এই ৫৪ বছরের সময়ে কয়েকশ নয় কয়েক হাজার শিক্ষার্থী আ’লা হযরত رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়েছে, এরতো কোন রেজিষ্টার নেই, যাতে ভর্তির সময় সবার নাম লিখে রাখা হতো এবং যদি লেখনীর মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান দ্বারা উপকার অর্জনকারীদের সংখ্যা জানার চেষ্টা করা হয় তবে সম্ভবত এর সংখ্যা হাজার নয় বরং লাখে পৌঁছে যাবে। **(হায়াতে আ’লা হযরত, ৩/১৪৫-১৪৬, সংক্ষেপিত)** সম্ভবত এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে, আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই কম বয়সেই শিক্ষা ও পাঠদানের ধারাবাহিকতা শুরু করে দেন, সুতরাং আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ফকিরের দরস (অর্থাৎ আলিম কোর্স) **আল্লাহ তাআলার** দয়ায় ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে শেষ হয়েছিলো, এরপর কয়েকবছর পর্যন্ত ছাত্রদের পড়িয়েছি। **(ফয়যানে আ’লা হযরত, ৯২ পৃষ্ঠা)**

আলিম হি সিরফ কেহনা কব শান হে তেরী,
জবকে হাজারোঁ তু নে আলিম বানা দেয়ি হে।

(মানাকিবে রযা, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অধ্যয়ন করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঈর্ষামুক্ত অন্তর ইলমে দ্বীন অর্জন, ইলমে দ্বীনের খিদমত করা এবং অধ্যয়ন করার আগ্রহ ও উৎসাহ এমনভাবে ভরে ছিলো, যার অনুমান এই বিষয় থেকে করুন যে, একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি হাদীস শরীফের কোন্ কোন্ কিতাব পড়েছেন?

www.dawateislami.net

তখন ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ হাদীস শরীফের প্রায় ত্রিশটি কিতাবের নাম বলার পর বলেন যে, পঞ্চাশটিরও বেশী হাদীসের কিতাব আমার শিক্ষা ও পাঠদান এবং অধ্যয়নে রয়েছে। (ইজহারুল হক্কুল জলী, ৪০ পৃষ্ঠা)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরাও আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে ভালবাসি এবং এই ভালবাসা এই বিষয়ে চাহিদা রাখে যে, যেমনিভাবে আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ দ্বীনের খিদমতের জিম্মাদারী (দায়িত্ব) পালন করেছেন, জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা নিবারণ করেছেন এবং নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী ইলমী শাখায় নিজের অবদান রেখে গেছেন, ঠিক এভাবেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে আমাদেরও নিজের মধ্যে ইলমে দ্বীন শিখা, এর উপর আমল করা, অন্যের নিকট পৌঁছানো এবং দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করার আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ানো উচিৎ, কেননা ইলম এমন এক গুণ, যা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করে দেয় আর তার জাহির ও বাতিনে প্রাণ সঞ্চার করে, ইলম মানুষের মূল প্রয়োজনীয়তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, **আল্লাহ তাআলা**র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইলম অর্জনের বরকতে খোদা ভীতি ও নম্রতা নসীব হবে, ইলম অর্জন করা ইবাদত, ইলমের পর্যালোচনা তাসবীহ স্বরূপ, ইলম শিক্ষা দেয়া সদকা স্বরূপ, ইলমের জন্য খরচ করা নেকী, ইলম হালাল ও হারামকে চেনার উপায়, ইলম জান্নাতবাসীদের পথ নির্দেশনা, ইলম ঘাবড়ানো এবং ভয়ের সময় প্রশান্তির কারণ, ইলম সফরে উত্তম সফর সঙ্গী, ইলম অভাব এবং সমৃদ্ধিতে পথ প্রদর্শক, ইলমের মাধ্যমে বান্দা আউলিয়াদের মর্যাদায় অধিষ্টিত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। ইলম অর্জনের এক উত্তম উপায় হচ্ছে, দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করাও। অধ্যয়ন মানুষের শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি নয় বরং মাযহাব ও মিল্লাত এবং সমাজের ভিত্তি ও উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধ্যয়ন করা উপযুক্ততার চাবিকাটি এবং ক্ষমতাকে পূনরুজ্জীবিত করার উত্তম উপায়। (মুতালায়অ কিয়া, কিউঁ অউর কেয়ছে, পৃষ্ঠা ১৩, সংক্ষেপিত)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এছাড়াও অধ্যয়ন করার অসংখ্য উপকারীতা ও প্রতিফল রয়েছে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের কাজে আসে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে অধ্যয়ন করা সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি;

www.dawateislami.net

❀ যখন কোন দ্বীনি কিতাব পাঠ করবো তখন ঈমানের সতেজতা নসীব হবে এবং মানুষের মনে তাওহীদ ও রিসালতের প্রদিপ আরো ব্যাপকভাবে প্রজ্জলিত হতে থাকবে আর এমনিভাবে অধ্যয়ন করার দ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা এবং অটলতা অর্জিত হয়। ❀ অধ্যয়ন করার সর্বপ্রথম এবং আসল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করাই হওয়া উচিৎ, কেননা যেমনিভাবে অধ্যয়ন মানুষের ব্যক্তিত্বকে উন্নত ও উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, তেমনিভাবে তা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবেও গন্য হয়। ❀ অধ্যয়ন করাতে জগৎ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার মানষিকতা সৃষ্টি হয়, যা কখনো একজন মানুষকে মাটির নিম্নস্তর থেকে উঠিয়ে আরশের উচ্চতায় পৌঁছিয়ে দেয়, কেননা কুরআনে করীমেও জগৎ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ❀ অধ্যয়ন করার দ্বারা বুদ্ধি ও বিবেচনায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং এই বিবেচনা দ্বারা মানুষ জানে যে কোথায় এবং কখন কি বলতে হবে? একারনেই সে সর্বদা সফলতা ও সম্মান অর্জন করতেই থাকে, আর অবিবেচক মানুষ এই বিষয়ে বঞ্চিত থেকে যায়, যার কারণে সে সর্বদা ব্যর্থ ও অপদস্থ হতে থাকে। ❀ অধ্যয়ন মানুষের দ্বীনি ও দুনিয়াবী দু'টিরই সফলতার উপায় এবং এটি অধ্যয়ন করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা। ❀ অধ্যয়ন করা স্বভাবে প্রপুল্লতা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং প্রতিভায় সতেজতা দান করে। যেরূপ একজন ভাল বন্ধু আমাদের মনোমুগ্ধকর কথা এবং আশ্চার্যজনক সংবাদ দেয়, তেমনি কিতাবও এক উত্তম বন্ধু এবং সাথীর মতো আচরন করে। ❀ অধ্যয়ন মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা এবং তাদের শিল্প ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানিয়ে দেয় এবং এই জানা দ্বারা মানুষ নিজের এবং অন্যান্য সংস্কৃতির পার্থক্য করতে পারে অতঃপর একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে পারে।

(মুতালায়অ কিয়া, কিউঁ অউর কেয়ছে, ১৬-২০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, অধ্যয়ন করার কতই উপকারীতা, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরা নিজের সময়কে অহেতুক কাজে নষ্ট না করে প্রতিদিন অধ্যয়ন করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করা, বরং চেষ্টা এরূপ হওয়া উচিৎ, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত যেকোন কিতাব বা রিসালা সর্বদা আমাদের সাথে রাখা, যেন যখনি সুযোগ হয় কিছু না কিছু অধ্যয়ন করে ইলমে দ্বীনের মুক্তো কুড়িয়ে নেয়া যায়। দ্বীনের খিদমত এবং ইলমে দ্বীন অর্জনের একটি মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করাও রয়েছে।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে যেমনিভাবে ফরয ও ওয়াজীব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর আমল করার সৌভাগ্য নসীব হয়, তেমনি ওযু ও গোসল, নামায ও রোযা এবং বিভিন্ন সময়ে পাঠকৃত দোয়াসমূহের আদলে ইলমে দ্বীনের ভান্ডার অর্জিত হয়। প্রতি মাসে মাদানী কাফেলায় সফর করার একটি উপকারীতা এটাও অর্জিত হয় যে, যেলী হালকার **১২** মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজের উপর আমল এবং **আল্লাহ তাআলা**র রাস্তায় সফর করার সৌভাগ্য নসীব হয় আর যে পা **আল্লাহ তাআলা**র রাস্তায় ধুলোময় হয়, তা জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। **(মুসনাদে আহমদ, ৫/৩৯৬, হাদীস নং-১৫৯৩৫)**

আসুন! এবার মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:-

স্বপ্নে আ'লা হযরতের দীদার

পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর শহর খানেওয়াল এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছেঃ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদার ইসলামী ভাই অনেক দিন ধরে আমাকে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিয়ে আসছিলো, কিন্তু আমি সর্বদা টাল বাহানা করতে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত তার চেষ্টা সফল হলো এবং আমি মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম, আমাদের মাদানী কাফেলা একটি গ্রামে অবস্থিত একজন বুযুর্গ رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার শরীফের পাশের এক মসজিদে অবস্থান নিলো, মাদানী কাফেলার শেষ দিনে সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযারে বসে দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে আমার চোখ লেগে গেলো, দেখলাম যে, এক নুরানী চেহারার বুযুর্গ তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পেছনে কয়েকজন নুরানী চেহারার বুযুর্গও বসে আছেন। আমি তাঁদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এই বুযুর্গ কে? তিনি বললেন: ইনি হচ্ছেন সুন্নিদের ইমাম, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। এভাবেই মাদানী কাফেলার বরকতে স্বপ্নে আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ এর যিয়ারত নসীব হয়ে গেলো এবং মাদানী কাফেলার বরকতে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নসীব হয়ে গেলো।

আ'লা হযরত সে হামে তো পেয়ার হে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সমসাময়িক জ্ঞান দ্বারা দ্বীনের খিদমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী জ্ঞানের মধ্যে "বিজ্ঞান" এবং "গণিত" খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। বর্তমান যুগে এইসব জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেকে সমাজের উপযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে করে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা **আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনের কাজ প্রসার করার জন্য এই জ্ঞান শিখেন এবং শিখিয়ে আসছেন, অথচ সেই যুগে এই রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধাও ছিলো না, যা বর্তমান যুগে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী! মুসলমানগণ বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রেও প্রসংশনীয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তিত্ব হলো সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ, যিনি শত বৎসর পূর্বে বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে মহৎ দ্বীনি খিদমত পেশ করেছেন। তাঁর বিজ্ঞান শাস্ত্রে অনেক গভীর দৃষ্টি ছিলো, তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন এবং পরীক্ষা করতেন, যদি তার দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম অনুযায়ী হতো তবে তা গ্রহন করতেন আর যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হতো তবে তা বর্জন করতেন এবং তা খন্ডন করে এই বিষয়ে ইসলামী নীতি এবং মতবাদকে প্রাধান্য দিতেন। আসুন! বিজ্ঞান এবং গণিত সম্পর্কে আ'লা হযরত رَحْمَةُاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর জীবনের কিছু আলোকিত অংশবিশেষ শ্রবণ করি: যেমনিভাবে-

বিজ্ঞানের মূল তথ্য বলে দিলেন

একবার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী প্রফেসর হাকিম আলী (প্রিন্সিপাল ইসলামিয়া কলেজ লাহোর) নিজের এক চিঠির মাধ্যমে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কে আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদকে গ্রহন করার দাওয়াত দিলেন এবং এর উপকারীতা সম্পর্কেও বুঝালেন কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর উত্তরে লিখলেন: এভাবে বিজ্ঞান মুসলমান হবে না যে, ইসলামী মাসআলা সমূহকে বিজ্ঞান অনুযায়ী করে নিতে হবে, কেননা এরূপ করাতে তো مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসলামকেই বিজ্ঞানের উপযোগী করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। সুতরাং যতগুলো মাসআলা বিজ্ঞান বিরোধী রয়েছে, সবগুলোতে ইসলামী মাসআলাকে আলোকিত করা হোক, বিজ্ঞানের দলিলাদীকে খন্ডন করা হোক,

www.dawateislami.net

বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানের উক্তি দিয়ে ইসলামী মাসআলার প্রমাণ হোক এবং এটা আপনার মতো বুদ্ধিমান বিজ্ঞানীর জন্য **আল্লাহ তাআলার** দয়ায় কঠিন হতে পারে না।

(ফয়যানে আ'লা হযরত, ৫৬২-৫৬৩ পৃষ্ঠা)

ওস্তাদুল ওলামা, হযরত মাওলানা মুফতী তাকাদ্দুস আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর বিজ্ঞান এবং গণিতের জ্ঞানে অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি আমার ছাত্র বয়সে দেখি যে, যখনই মৌলভী হাকীম আলী সাহেব বেরেলী শরীফ আসতেন তখন মৌলভী সাহেব এবং আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বিভিন্ন বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দিয়ে 'পৃথিবী ঘুরছে নাকি ঘুরছে না' এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা করতেন এবং এই মাসআলা নিয়ে বিশদ দলিলাদী সহকারে যুক্তিতর্ক করতেন। যদিওবা তখন আমার এই যুক্তিতর্ক ও দলিলাদী বুঝে আসতো না, তারপরও আগ্রহ সহকারে এই উৎসাহপূর্ণ খেলা দেখতাম। **(ফয়যানে আ'লা হযরত, ৫৬৩ পৃষ্ঠা)** ঠিক এভাবেই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ গণিতশাস্ত্রের মাধ্যমে ফিকাহ শাস্ত্রের যে খিদমত করেছেন তাও ইতিহাসে উদাহরণীয়, যেমনটি কিবলার দিক নির্ণয়, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বের করা, নামাযের সময়সুচি, যাকাত এবং ফিতরার জন্য শরয়ী ওজন ও পরিমাপ নির্ধারণ, মুসাফিরদের জন্য নতুন মাইলের হিসেবে সফরের পরিমাপ নির্ণয় ইত্যাদি অসংখ্য মাসআলায় তাঁর অসাধারণ গবেষণা ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে একটি নতুন অধ্যায় বৃদ্ধি করেছে। **(ফয়যানে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ৫৪৭, সংক্ষেপিত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ইলমী খিদমত এতোই বেশী যে, মনে হয় যেন শুনতেই থাকি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ফয়যানে **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিন দিন উন্নতি শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ফয়যানে ১০০% (১০০ ভাগ) ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল" একটি ইলেক্ট্রনিক মুবাল্লিগ হয়ে ঘরে ঘরে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে,

www.dawateislami.net

মাদানী চ্যনেলের অনেক অনুষ্ঠানেও আ'লা হযরত رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর আলোচনা হয়ে থাকে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** আ'লা হযরত رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর শিক্ষার আলোকে দ্বীনের খিদমতে প্রায় ১০৩টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلّ উম্মতে মুসলিমার শরয়ী পথনির্দেশনার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে বাবুল মদীনা (করাচী), জমজম নগর (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ), সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ), মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর), রাওয়ালপিন্ডি এবং গুলজারে তায়্যিবা (সারগোদা)য় দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" এর ওলামাগণ, টেলিফোন, ওয়াটস আপ **(Whatsapp)** এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত মাসআলার সমাধান দিয়ে থাকেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে এই ই-মেইল আই ডি **(darulifta@dawateislami.net)** এর মাধ্যমেও প্রশ্ন করা যায়, তাছাড়া পুরো দুনিয়া থেকে শরয়ী পথ নির্দেশনা নেওয়ার জন্য এই নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করা যেতে পারে নাম্বার গুলো সংগ্রহ করে নিন।

+৯২৩০০০২২০১১২ ------------- +৯২৩০০০২২০১১৩

+৯২৩০০০২২০১১৪ ------------- +৯২৩০০০২২০১১৫

পাকিস্তানী সময়ানুযায়ী সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই নাম্বার গুলোতে যোগাযোগ করা যাবে, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি।

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুঝ পে জাঁহা মে, এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

একই সময়ে কয়েকটি কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ইলমী খিদমত দিনের আলোর মতোই প্রকাশ্য, যা শ্রবণ করে এরূপ বলা ভূল হবে না যে, তিনি মূলত কাজের মেশিন ছিলেন, তাঁর এই মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, সময়কে একেবারে নষ্ট করতেন না, বরং অধিকাংশ সময় ইলমী কাজেই ব্যস্ত থাকতেন।

যেমনটি হযরত আল্লামা আব্দুল হক খায়রাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করলেন যে, বেরেলী শরীফে আপনার ব্যস্ততা কি? আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: শিক্ষকতা, ইফতা (ফতোয়া প্রদান), লেখনী (কিতাব ইত্যাদি লেখা)। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/২০৬, সংক্ষেপিত) তাছাড়া অনেক সময় এমনও হতো যে, তিনি رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ একই সময় কয়েকটি কাজ এক সাথে করতেন, যেন বেশী থেকে বেশী লোক ইলমে দ্বীনের ফয়য দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং এভাবে ইলমে দ্বীনের খিদমতও হতে থাকে। যেমনিভাবে-

খলিফায়ে আ'লা হযরত, মুহাদ্দীসে আযম হিন্দ, হযরত আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ কাচুচোভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, প্রশ্ন সমূহ এক একজন মূফতীকে ভাগ করে দিতেন এবং আমরা দিনভর পরিশ্রম করে উত্তর তৈরী করতাম, অতঃপর আসর থেকে মাগরীবের মধ্যখানের এই সল্প সময়ে সবার কাছ থেকে প্রথমে প্রশ্ন এবং পরে উত্তরমূলক ফতোওয়া শ্রবণ করতেন, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে লেখকদের লেখা দেখতেন, মৌখিকভাবে প্রশ্নকারীদেরও অনুমতি ছিলো যে, যা বলার বলো এবং যা শুনানোর শুনাও। এতো আওয়াজ, এতগুলো আলাদা আলাদা কথাবার্তা এবং একাই সবার দিকে মনোযোগ দেয়া, উত্তর সমূহের সত্যায়িত এবং সংশোধন, লেখকদের সতর্ক ও ভূল সংশোধন, মৌখিক প্রশ্নকারীকে প্রশান্তিমূলক উত্তর প্রদান ইত্যাদি, এমন পরিস্থিতিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বড় বড় ওলামারা যেখানে চুপ হয়ে যেতেন যে, কার কথা শুনবো আর কার কথা শুনবো না, কিন্তু আ'লা হযরতের দরবারে সবার কথাই শুনা হতো এবং সমাধানও করা হতো, এমনকি আদবের (শিষ্টাচারের) ভূলেও দৃষ্টি পড়ে গেলে তবে তাও সঠিক করে দিতেন। (ফয়যানে আ'লা হযরত, ২২৩ পৃষ্ঠা)

হাশর তক জারী রাহে গা ফয়য মুর্শিদ আপ কা, ফয়য কা দরিয়া বাহায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যে মুবারক ব্যক্তিত্বদের অন্তর খোদাভীতি ও ইশ্‌কে রাসূলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তাদের দরবারে আসা কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না, পথভ্রষ্টরা সঠিক পথের দিশা পেয়ে যায়,

www.dawateislami.net

জ্ঞান পিপাসুরা পরিতৃপ্ত হয়, আশিকানে রাসূলের ইশ্‌ক বৃদ্ধি পায়, বেআমলের নেক আমলের তৌফিক নসীব হয়। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ভালবাসা পাওয়া, তাঁর শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়া এবং দ্বীনের খিদমতের জযবা বাড়ানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং বিশেষকরে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া, কেননা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে ইমাম আহলে সুন্নাত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সত্যিকার আশিকদের মধ্যে গন্য করা হয়, যিনি আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কর্মকান্ডে নিজেকে বন্দি করে নিয়েছেন, একারণেই যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর শিক্ষা অনুযায়ী দ্বীনে ইসলামের খুবই সুন্দরভাবে খিদমত করে যাচ্ছেন। এর প্রকাশ্য প্রমাণ তাঁর প্রভাব বিস্তারকারী লেখনী, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরা মাদানী মুযাকারায় রয়েছে, যা কানযুল ঈমানের অনুবাদ, ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার বিবরণ এবং হাদায়িকে বখশীশের ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ শের দ্বারা সজ্জিত। আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর বাণী শ্রবণ করি যে, তাঁর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর প্রতি কিরূপ ভক্তি ও ভালবাসা রয়েছে।

আমীরে আহলে সুন্নাতের আ'লা হযরতের প্রতি ভালাবাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি শৈশব থেকেই ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর পরিচয় লাভ করেছিলাম। আমি যখন বড় হতে থাকি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মুহাব্বত দিন দিন আমার মনের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর আমার তাঁর সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত হবার মনোভাব সৃষ্টি হলে, একটি উপায়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর আঁচল আকড়ে ধরলাম (অর্থাৎ সয়্যিদি কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মাধ্যমে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর (দামান) আচঁল পেয়ে গেলাম)। (সয়্যিদি কুতবে মদীনা, ২ পৃষ্ঠা) এই ভক্তি ও ভালবাসায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের জীবনের প্রথম রিসালা আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর জীবনির উপর লিখেন,

যার নাম "ইমাম আহমদ রযার জীবনী" রাখা হলো এবং এটি ২৫ সফরুল মুজাফ্ফর ১৩৯৩ হিজরীর "রযা দিবস" এর উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়।

আসুন! এবার আমীরে আহলে সুন্নাতের আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি ভালবাসার এক ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:-

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রথমবার পীর ও মুর্শিদের শহর বেরেলী শরীফে গেলে যতদিন সেখানে অবস্থান করেছেন, তিনি আদবের কারনে খালি পায়ে ছিলেন এবং যখনই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার মুবারকে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হতো, বড়ই আদব সহকারে মাযারে উপস্থিত হতেন, সেখানে অবস্থানকালীন এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পর্কে কেউ বললো যে, তিনি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দেখেছেন, তখন তিনি এবং তাঁর দু'শাহাযাদা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যিয়ারতকারীর চোখকে চুমু খেলেন।

আ'লা হযরত সে হামে তো পেয়ার হে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনা বেড়া পার হে।

(তারুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমী খিদমত সম্পর্কে শ্রবণ করলাম যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিভিন্ন ইলমী খিদমতের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাকে উপকৃত করেছেন,

- ❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দ্বীনি খিদমত এমন ছিলো যে, তিনি "কানযুল ঈমান" কুরআনের শানদার অনুবাদ করে লোকদের চোখকে শীতল করেছেন।
- ❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দ্বীনি খিদমত এমন ছিলো যে, তিনি ইলমে দ্বীনের অসংখ্য এমন হীরা দান করেছেন, যা আজও উম্মতে মুসলিমা হিদায়ত ও পথনির্দেশনা অর্জন করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কানযুল ঈমান এর ফয়য অব্যাহত থাকবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ
- ❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দ্বীনি খিদমত এমন ছিলো যে, তিনি দরস ও শিক্ষকতার মাধ্যমে ইলম পিপাসুদের পিপাসা নিবারণ করেছেন।

❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়য দ্বারা অনেকে ওলামা হয়েছেন।

❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়য দ্বারা অনেক বক্তা এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত।

❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফয়যে অনেক ওস্তাদ শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে ইলমে দ্বীনের প্রদিপ দ্বারা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করেছেন এবং আজও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এরই ধারাবাহিকতা অব্যাহত।

❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দ্বীনি খিদমত এমন ছিলো যে, তিনি অসংখ্য ফতোওয়া লিখে মানুষের দ্বীনি এবং ইলমী বিভ্রান্তিকে দূর করেন। বিশেষকরে উর্দূ ভাষায় সব চেয়ে বড় ফতোওয়ার সমষ্টি "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" উম্মতে মুসলিমাকে দান করে গেছেন, যা ৩০ খন্ড, প্রায় ২২০০০ (বাইশ হাজার) পৃষ্ঠা, ৬৮৪৭টি (ছয় হাজার আট শত সাত চল্লিশ) প্রশ্নোত্তর এবং ২০৬টি (দু'শ ছয়) রিসালা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দ্বীনি খিদমত এমন ছিলো যে, তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব লিখে আমাদের পথ প্রদর্শণ করেছেন।

❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দ্বীনি খিদমত এমন ছিলো যে, তিনি ইলমী বিষয়াবলীকে ফাইলকরণ করিয়েও ইলমের অতুলনীয় খিদমত করে গেছেন।

❖ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাব্য রচনায়ও খিদমত করে গেছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উর্দূ, আরবী এবং ফার্সী ভাষা ইত্যাদিতে কাব্য (নাত) রচনা করেছেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নাতের গ্রন্থের নাম "হাদায়িকে বখশীশ"। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই নাতের গ্রন্থে বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতায় এমন নৈপুন্যের সাক্ষর রেখেছেন যে, যুগের অনেক নামী দামী কবি ও লেখক যখন "হাদায়িকে বখশীশ" পাঠ করে, তখন তাদের ভাব স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তারা এর সুনাম না করে পারে না।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও ইলমে দ্বীন অর্জন করা , এর উপর আমল করা এবং ইলমে দ্বীনের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমার বেশী বেশী খিদমত করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

হাঁচির সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" থেকে হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমে দুটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করি: ❀ "**আল্লাহ্ তাআলা** হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।" (বুখারী, ৪/ ১৬৩, হাদীস নং- ৬২২৬) ❀ যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ বলে। যদি সে رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুক। (আল মুজামুল কবীর, ১১/৩৫৮, হাদীস নং- ১২২৮৪) ❀ হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪) ❀ হাঁচি আসলে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলা চাই। (খাযায়িনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে **আল্লাহ্**র প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।) উত্তম হচ্ছে; اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ কিংবা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَال বলা। ❀ শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ یَرۡحَمُکَ اللّٰہ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুক) বলা ওয়াজীব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬/১১৯) ❀ উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন یَغۡفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمۡ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক) অথবা এভাবে বলুন یَھۡدِیۡکُمُ اللّٰہُ وَیُصۡلِحُ بَالَکُمۡ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের হিদায়াত দিন ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুক) (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২৬)

www.dawateislami.net

❀ যে ব্যক্তি হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহবা সকল দাঁতের উপর বুলিয়ে নেয়, তবে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৩৯৬) ❀ হযরত শেরে খোদা আলী کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَال বলে তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/৪৯৯, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো   পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে   হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯-৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيۡ عِلۡمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلۡكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرۡضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنۡزِلۡهُ الۡمَقۡعَدَ الۡمُقَرَّبَ عِنۡدَكَ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net